গাংনীতে পিএসকেএসের উদ্যোগে মাঠ দিবস

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যণ সমিতি (এসকেএস) কর্তৃক সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত কৃষিখাত এর আওতায় উন্মত জাতের ধান চাষের ওপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামে মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের ব্রি ধান ১০০ ওপর আয়োজিত উক্ত মাঠদিবসের সদস্য পর্যায়ে নতুন জাতের জিংক সমৃদ্ধ ধান চাষাবাদ পদ্ধতি, বীজ তলা তৈরি, সার ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা, রোগ পোকামাকড় এবং ধান সংগ্রহ ও সংরক্ষন সম্পকে আলোচলা করেন, আব্দুর রউফ উপজেলা সম্প্রসারণ কৃষি কর্মকর্তা, গাংনী উপজেলা, মেহেরপুরে এছাড়াও মাঠ দিবসে আলোচনা করেন সংস্থার কৃষি কর্মকর্তা মোঃ জুয়েল বিশ্বাস, সমন্বিত কৃষি ইউনিট , গাংনী , মেহেরপুর।

সদস্যদের মাঝে প্রতিরূপায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সফল কৃষকের ক্ষেত পরিদর্শনসহ প্রত্যাশিত লাভের হিসাব সরেজমিনে দেখানো হয়। এ সময় সংস্থার কর্মকর্তা কৃষক কৃষাণী ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

দুই ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ বাংলাদেশ

টানা দুই ম্যাচে দাপুটে জয়। তাই তৃতীয় ম্যাচেই বাংলাদেশের সামনে সুযোগ ছিল সিরিজ জয়ের। সেটাই করে দেখালো টাইগাররা। পাঁচ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে ৯ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। এতেই দুই ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিজেদের করে নিলো নাজমুল হাসান শান্তর দল।

মঙ্গলবার (৭ মে) চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে টস জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠান জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক সিকান্দার

রাজা। ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই চাপে পড়ে টাইগাররা। তবে তাওহিদ হৃদয় ও জাকের আলির ব্যাটে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬৫ রানের পুঁজি পায় বাংলাদেশ।

হৃদয় ৩৮ বলে ৫৭ ও জাকের আলি ৩৪ বলে ৪৪ রান করেন। জিম্বাবুয়ের পক্ষে ব্লেসিং মুজারবানি নেন ৩টি উইকেট।

১৬৬ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই জয়লর্ড গাম্বির উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে। দলীয় ১৬ রানে ৮ বলে ৯ রান করে আউট হন তিনি। জিম্বাবুয়ের এই ওপেনারকে ফেরান মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন।

এরপর ক্রিজে এসেই সাজঘরে ফিরে যান ব্রায়ান বেনেট। ৮ বলে ৫ রান করে তানজিম সাকিবের বলে আউট হন এই ব্যাটার। তার বিদায়ের পর আউট হন ক্রেইগ এরভাইন।

দলীয় ৩৩ রানে ৭ বলে ৭ রান করে আউট হন এরভাইন। শুরুতেই তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে জিম্বাবুয়ে। টাইগার বোলারদের বোলিং তোপে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে সফরকারীরা। ৫৮ রান সংগ্রহ করতে আরও ৫ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় জিম্বাবুয়ে।

শেষ দিকে ফারাজ আকরামের ১৯ বলে ৩৪ রানের ইনিংস ম্যাচ জমিয়ে তোলে। তবে টাইগার বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৬ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় জিম্বাবুয়ে। বাংলাদেশের পক্ষে সাইফুদ্দিন নেন ৩টি উইকেট।

সূত্র: ইত্তেফাক

‘তুফান’ এর টিজার প্রকাশ

নির্মাতা রায়হান রাফীর ‘তুফান’ ঝড়ে মেতে উঠেছে নেটদুনিয়া। সুপারস্টার শাকিব খানেকে নিয়ে নির্মিত ‘তুফান’ সিনেমার প্রথম টিজার প্রকাশ পেয়েছে। সন্ধ্যার আগে যেন রীতিমতো কালবৈশাখীর তাণ্ডব তুলেছেন শাকিব।

১ মিনিট ২১ সেকেন্ডের সেই ভিডিওতে বন্দুক হাতে এন্ট্রি নেন

শাকিব। এসময় তাকে বলতে শোনা যায়, পূর্বের কথা মোতাবেক এখন থেকে পুরো দেশকে তুফানের হাতে তুলে দিব। সে যা চাইবে, পাইবে। যা করিতে চাইবে, করিবে।

তাহাকে কোনো কিছুতেই বাধা দেওয়ার এখতিয়ার কেউ রাখিবে না। আর এর ব্যত্যয় ঘটিলে…..এরপরই অস্ত্র হাতে একের পর এক বারুদে তছনছ করে ফেলতে দেখা যায় শাকিব খানকে।

এখানেই শেষ নয়। ভিডিওতে দেখা মেলে জনপ্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীর। তার সেই বিখ্যাত সংলাপের অট্টহাসি দিয়ে বলতে শোনা যায়, ‘তুফান, খুব ভয় পাইছি রে হেহেহেহে….’। এরপরই আরও একবার স্ক্রিনে বিধ্বংসী রূপে হাজির হন শাকিব।

মাত্র ৮১ সেকেন্ডের সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ঝড় তুলেছে। অনেকেই বলেছেন, যেন বলিউড কিংবা দক্ষিণী সিনেমার টিজার ‘তুফান’। রায়হান রাফী ও শাকিব খান জুটি ঢালিউডকে নতুন কিছু উপহার দিতে চলেছেন।

জানা গেছে, একজন গ্যাংস্টারের গল্পে তৈরি হয়েছে তুফান সিনেমা। যেখানে উঠে আসবে নব্বই দশকের চিত্র। সে সময়ের এক নামকরা গ্যাংস্টারের কাহিনী নিয়েই এগিয়ে যাবে তুফানের গল্প।

এক সাক্ষাৎকারে এই সিনেমা প্রসঙ্গে নির্মাতা রায়হান রাফী বলেছেন, এ ধরনের সিনেমা আমি, শাকিব ভাই কেউ কখনো করিনি। ‘তুফান’ এর মতো সিনেমা বাংলাদেশে আগে কখনো হয়নি। শুধু বলতে চাই, এটি একটি অ্যাকশন ফিল্ম।

একজন গডফাদারের গল্প। সুপারস্টারকে নিয়ে গ্যাংস্টার ছবি বানানোর ইচ্ছা ছিল আমার। যেমন- কেজিএফ, পুষ্পার মতো সিনেমা। বাংলাদেশে গ্যাংস্টার সিনেমা বানানোর মতো একজনই আছে, সে শাকিব খান। আর সে কারণেই তাকে নিয়ে এই সিনেমার কাজ করা।

যৌথ প্রযোজনার ‘তুফান’-এ যুক্ত আছে বাংলাদেশের নামি প্রযোজনা সংস্থা চরকি ও আলফা আই, ভারত থেকে যুক্ত এসভিএফ। শাকিব খান ছাড়াও এই সিনেমায় আরও অভিনয় করছেন অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী, অভিনেত্রী মিম চক্রবর্তী, নাবিলা প্রমুখ। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ঈদুল আজহায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

সূত্র: ইত্তেফাক

“সকল প্রস্তুতি শেষ, আগামীকাল নির্বাচন”

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সকল প্রস্তুতি শেষ করেছে নির্বাচন কমিশন। আগামিকাল বুধবার (৮ মে) মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ।

এই দুটি উপজেলাই গতকাল সোমবার মধ্যরাতেই শেষ হয়েছে নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা। নির্বাচনে যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ভোটকেন্দ্রে দেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে ৯৪ টি ভোট কেন্দ্রে ৫৭টি অস্থায়ী বুথ সহ ৬০৫ টি বুথে একযোগে ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে।

সদর উপজেলা নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৮০৪ জন ভোটার। মোট ভোটারের মধ্যে ১ লক্ষ ৯ হাজার ৪৬৩ জন পুরুষ এবং ১ লক্ষ ৯ হাজার ৩৪০ জন নারী ভোটার ভোটার রয়েছেন।

নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৪ জন। ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২ জন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থীরা হলেন, আব্দুল মান্নান (ঘোড়া), অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন (কাপ পিরিচ), আনারুল ইসলাম (মোটরসাইকেল) এবং মোঃ হাসেম আলী (আনারস) ।

ভাইস চেয়ারম্যান পদে মোঃ আবুল হাসেম (চশমা), মোহাম্মদ শাহিন (টিউবওয়েল) এছাড়া, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে লতিফন নেছা লতা (বৈদ্যুতিক পাখা), সামিউন বাশিরা পলি (হাঁস), রোমানা আহমেদ (কলস) প্রতীক। তবে, বিএনপি প্রার্থী রোমানা আহমেদ ইতোমধ্যে নির্বাচন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরে দাঁড়িয়েছেন।

এদিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ৩৫ টি ভোট কেন্দ্রে ৭টি অস্থায়ী বুথ সহ ২৩৬ টি বুথে একযোগে ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচনে মোট ভোটার ৮৫ হাজার ২৫৯ জন। এর মধ্যে ৪২ হাজার ৫৩৮ জন পুরুষ এবং ৪২ হাজার ৭২১ জন নারী ভোটার।

এই নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৪ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২ জন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আমাম হোসেন মিলু (আনারস), কামরুল হাসান চাদুঁ (ঘোড়া), রফিকুল ইসলাম (কাপ প্যারিচ), এবং মাহবুবুর রহমান (মোটরসাইকেল) প্রতীক নিয়ে নির্বাচনের লড়ছেন।

এদিকে ভাইস চেয়ারম্যান পদে বিএম জাহিদ হাসান (টিউবওয়েল) ও মতিউর রহমান (চশমা)। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন (ফুটবল) ও যুব মহিলা লীগের সভানেত্রী তকলিমা খাতুন(কলস) প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন।

নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ জানান, অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সকল ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য ৪-৫ জন করে পুলিশ বাহিনীর সদস্য, ১৩-১৮ জন করে আনসার ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন।

এছাড়াও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে স্টাইকিং ফোর্স তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

অষ্টম শ্রেণি পাসে চাকরি দেবে কমার্স ব্যাংক

বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এই ব্যাংকে অস্থায়ী ভিত্তিতে ড্রাইভার নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে ফরম পূরণ করে তা প্রিন্ট করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ডাকযোগে বা কুরিয়ারে পাঠাতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম : বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

পদের নাম : ড্রাইভার

আবেদনের বয়সসীমা : সর্বোচ্চ ৫০ বছর

পদসংখ্যা : নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল : বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে

বেতন : আলোচনা সাপেক্ষে

অভিজ্ঞতা : কমপক্ষে ৫ বছর

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ : ৬ মে, ২০২৪

কর্মঘণ্টা : ফুল টাইম

আবেদনের শেষ তারিখ : ২০ মে, ২০২৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি পাস অভিজ্ঞতা: বৈধ লাইসেন্সসহ দক্ষতার সাথে গাড়ি চালানোর ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অন্যান্য শর্তাবলি: প্রার্থীকে অবশ্যই কার/জিপ/মাইক্রোবাস চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। দেশের যে কোনো স্থানে/অত্র ব্যাংকের যে কোনো শাখায়/অফিসে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ফিল্ড/প্রাক্টিক্যাল/মৌখিক পরীক্ষার জন্য কোনো প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না। স্বল্পসংখ্যক প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। কর্তৃপক্ষ কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই আবেদনপত্র বাতিল করার ক্ষমতা ও অধিকার সংরক্ষণ করেন।

যেভাবে আবেদন করবেন: আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটোকপি, নাগরিকত্ব সনদপত্রসহ বিভাগীয় প্রধান, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিভিশন, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ইউনুস ট্রেড সেন্টার (লেভেল-২২), ৫২-৫৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ বরাবর আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অন্যান্য সুবিধা : বছরে ২টি উৎসব বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা, ভবিষ্যৎ তহবিল, গ্র্যাচুইটি ছাড়াও ব্যাংকের বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রদান করা হবে।

ঠিকানা: হেড অফিস, ইউনুস ট্রেড সেন্টার, লেভেল-২২, ৫২-৫৩ দিলকুশা সি/এ, ঢাকা-১০০০

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুত স্পর্শে নয়, মা গলাটিপে হত্যা করেছে শিশু মাইশাকে–পুলিশ সুপার

মাইশা খাতুন নামের এক শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, মাইশার বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে ঘটনার দু’ মাস পর ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেয়ে পুলিশ জানতে পারে মাইশার মৃত্যু বিদ্যুৎস্পৃষ্টে হয় নি। বরং তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে।

নিহত মাইশা খাতুন (৭) মিরপুর উপজেলার আসাননগর গ্রামের সাইফুল ইসলামের মেয়ে। মা-বাবার বিচ্ছেদের পর তাঁর মায়ের সাথে আলমডাঙ্গা উপজেলা ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইলবগাদী গ্রামে নানা শহিদুল ইসলামের বাড়িতে থাকতো। নিহত মাইশা ভোগাইল বগাদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টার দিকে সাত বছরের এক শিশু বিদ্যুৎস্পর্শে মারা যায় বলে সবাই জানলেও ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে আসার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই শিশুটির হত্যা রহস্য উদঘাটন করেছেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান নিজেই।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেয়ে খুব সকালে পুলিশ সুপার নিজে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে (পিও ভিজিট) যান। এরপর কৌশলে খুনি মাকে এসপি নিজের গাড়িতে করেই পুলিশ হেফাজত নিয়ে আসেন। তারপর প্রমাণ হয় চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভোগাইলবগাদি গ্রামের শিশু মাইশা খাতুন (৭ বছর) বিদ্যুত স্পর্শে মারা যায়নি। তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ । ময়না তদন্তের মাধ্যমে এ রহস্য উন্মোচন হয়েছে। মাইশাকে অন্য কেউ নয়, তার নিজের মা তাকে গলা টিপে হত্যা করে। ঘাতক মা পপি খাতুনকে (২৫) পুলিশ গ্রেপ্তার

করেছে।
পপি আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছেন।

গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান এসব তথ্য সাংবাদিকদের জানান।

তিনি জানান, শিশু মাইশা তার মায়ের সাথে আলমডাঙ্গার ভোগাইলবগাদী গ্রামে বসবাস করতো। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টার দিকে মাইশার মা পপি খাতুনের চিৎকারে প্রতিবেশিরা ছুটে আসে। সেসময় মাইশার গলায় মোবাইলফোনের চার্জারের তার জড়ানো ছিল। পপির প্রতিবেশিদের জানায়, তার মেয়ে মাইশা বিদ্যুত স্পর্শে মারা গেছে। প্রতিবেশিরা মাইশাকে দ্রুত নিয়ে যায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মাইশা মারা গেছে বলে জানান। পাশাপাশি চিকিৎসকরা নিহত মাইশার গলায় দাগ থাকার কথাও পুলিশকে বলেন।

পুলিশ লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে ময়না তদন্ত সম্পন্ন করে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, নিহত মাইশা খাতুন বিদ্যুত স্পর্শে মারা যায়নি। তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে।

বিষয়টি পুলিশ নিহতের পরিবারকে জানালে মাইশার নানা ভোগাইলবগাদী গ্রামের মৃত নূর হোসেনের ছেলে শহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামি উল্লেখ করে গত ৩ মে আলমডাঙ্গা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। মামলা দায়েরের পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়।

পুলিশ সুপার জানান, মাইশাকে তার মা পপি খাতুন গলা টিপে হত্যা করেছে। গত ৫ মে পপি খাতুনকে আলমডাঙ্গার জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জহুরা বেগমের আদালতে হাজির হয়ে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে। পুলিশ পপি খাতুনকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠিয়েছে।
পুলিশ সুপার জানান, পপি খাতুনের বিয়ে হয়েছিল কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর থানার ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের সাইফুল ইসলামের সাথে। স্বামীর সাথে দাম্পত্য কলহের কারণে আগেই তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল এবং পপি খাতুন তার মেয়ে মাইশাকে নিয়ে নিজের বাবার বাড়ি আলমডাঙ্গার ভোগাইলবগাদী গ্রামে বসবাস করছিল।

পপি খাতুন পুলিশের কাছে মেয়েকে হত্যার কথা স্বীকার করে বলে, মেয়ে মাইশা নাবালিকা। তার বাবা হয়তো আরেকটি বিয়ে করবো। পপিরও অন্য জায়গায় বিয়ে হতে পারে। তখন মাইশাকে দেখার কেউ থাকবে না। মাইশার জীবন কাটবে কষ্টে। প্রতিবেশিদের একটি মেয়েকে এভাবে বড় হতে দেখেছে পপি। এসব চিন্তাভাবনা করে মা পপি খাতুন মেয়ে মাইশাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে বলে পপি পুলিশকে জানিয়েছে।

এই সমাজে কখনো মা হত্যা করছে সন্তানকে আবার সন্তান হত্যা করছে মা কে। তাই এই রকম ঘটনা টা পরে যাতে না হয় সেজন্য সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

এ ঘটনায় সমাজের সচেতন মহল বলছেন-সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিকতা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, মা তার সন্তানকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করছে না।

সংবাদ সম্মেললে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান লালন, ডিআই-১ ইন্সপেক্টর জিহাদ খান, পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) বিকাশ দাসসহ উর্ধতনরা উপস্থিত ছিলেন।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিশ্চিত করলো শ্রীলঙ্কা-স্কটল্যান্ড নারীদল

চলতি বছরের অক্টোবরে বাংলাদেশের অনুষ্ঠিত হবে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। রোববার (৫ মে) বৈশ্বিক এই আসরের সূচি প্রকাশ করেছে আইসিসি। বাছাই পর্ব থেকে আসন্ন বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা ও স্কটল্যান্ড নারী ক্রিকেট দল।

আবুধাবিতে বিশ্ব বাছাই আসরের ফাইনালে উঠার মধ্য দিয়ে এই দুই দল বিশ্বকাপের টিকিট পেয়েছে। স্বাগতিক আরব আমিরাতকে ১৫ রানে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে শ্রীলঙ্কা।

অন্যদিকে প্রথম সেমিফাইনালে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জিতে আগেই

ফাইনালে উঠে ছিলো স্কটল্যান্ড। এই দুই দল নিয়ে বিশ্বকাপের ১০ দল এখন পূর্ণ হলো। শ্রীলঙ্কা ও স্কটল্যান্ড কোন গ্রুপে পড়বে তা নিশ্চিত হবে ফাইনাল শেষ হওয়ার পর।

নিয়ম অনুযায়ী, চ্যাম্পিয়ন দল পড়বে ‘এ’ গ্রুপে। যেখানে তারা প্রতিপক্ষ হিসেবে পাবে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানকে। আর রানার্স আপ দল খেলবে ‘বি’ গ্রুপে, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষে বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

সূত্র: ইত্তেফাক

মেহেরপুরে কারিগরিতে জেলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক রফিকুল আলম বকুল

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ -২০২৪ এ মেহেরপুর জেলায় কারিগরি শাখায় জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক রফিকুল আলম বকুল ।

রফিকুল আলম বকুল একজন দক্ষ স্কাউটার। তিনি স্কাউটস এর রোভার শাখার একজন উডব্যাজার। এছাড়া তিনি মেহেরপুর জেলা রোভার স্কাউটস এর কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের রোভার স্কাউটস গ্রুপ এর ইউনিট লিডার। তিনি প্রতিষ্ঠানের একজন জনপ্রিয় শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যান্ত জনপ্রিয় এ শিক্ষক ২০১৯ সালে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক, ২০২২ সালে সদর উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি কলেজের বিভিন্ন জাতীয় দিবসসহ বিভিন্ন দিবসে একজন ভাল উপস্থাপক হিসেবে ও অনুষ্ঠান সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তিনি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের

একজন পরীক্ষক ও নিরীক্ষক।

জাতীয় দিবস ছাড়াও যে কোন অনুষ্ঠানে একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে ও তিনি কাজ করে থাকেন। শিক্ষকতার বাইরে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ও রোভারিং নিয়ে লেখালেখি করে থাকেন। তিনি যৌথভাবে এইচএসসি ( বিএম) এর হিসাববিজ্ঞান নীতি ও প্রয়োগ দ্বিতীয় পত্র বই রচনা ও সম্পাদনা করেছেন।

রফিকুল আলম বকুল আইসিটি জ্ঞানে অত্যন্ত দক্ষ। তিনি জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি, বগুড়া থেকে আইসিটির উপর একাধিক কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া তিনি ব্যানবেইস এর অধিনে ও আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। তিনি জাতীয় শিক্ষক বাতায়নের একজন সদস্য। এটুআই আইসিটি ডিভিশনের মাধ্যমে আইসিটির বিভিন্ন অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি “দৈনিক লাখোকন্ঠে”র মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অনলাইন পত্রিকা শিক্ষাবার্তা.কম এর সাব এডিটর হিসেবে কাজ করছেন ।

এছাড়া তিনি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিশোরের ডাক এর উপদেষ্টা, কসবা ব্লাড ব্যাংক সংগঠন শিক্ষকদের এর সাথে জড়িত এবং পিএসজির গাংনী উপজেলা সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । তিনি জাতীয় পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এপেক্স ক্লাব মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক। তিনি বসুন্ধরা শুভ সংঘের জেলা শাখার সহ- সভাপতি । ব্যক্তিগত জীবনে তার ওয়াইফ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এক ছেলে ও মেয়ে সন্তানের জনক তিনি। অত্যন্ত দক্ষ ও পরিশ্রমী এ শিক্ষক জেলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ায় সহকর্মী সহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন তাকে।

রফিকুল আলম বকুল তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, সর্বপ্রথম মহান আল্লাহুর কাছে শুকরিয়া জানান। এ ছাড়া তিনি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাছাই কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট যারা এই কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানান। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষসহ সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষার্থী এবং পরিবারের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানান তাদের সকলের সার্বিক সহযোগিতার জন্য।

রফিকুল আলম বকুলের সন্তান আব্দুল্লাহ আল জামী সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৮ম শ্রেনীর শিক্ষার্থী। আব্দুল্লাহ আল জামী এবারের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৪ এ জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ স্কাউট নির্বাচিত হয়েছেন।

মেহেরপুরে উপজেলা নির্বাচনে আনসার-ভিডিপি’র ব্রিফিং ও মোতায়েন কার্যক্রম সম্পন্ন

আগামী বুধবার (৮ মে) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপ। জেলার সদর ও মুজিবনগর উপজেলায় ১২৯টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলা তাদের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

গতকাল সোমবার মুজিবনগর ও সদর উপজেলার নির্বাচনী ব্রিফিং সম্পন্ন হয়েছে। জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্র দত্ত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি জানান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ভোট কেন্দ্র ও ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভোটদানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলা মোট ১ হাজার ৮৬৬ জন সদস্য মোতায়েন করেছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় মোট ১৩ জন বা ততোধিক আনসার ও ভিডিপি সদস্য গতকাল সোমবার থেকে ইতোমধ্যে দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের মধ্যে একজন প্লাটুন কমান্ডার (পিসি) ও দুইজন সহকারী প্লাটুন কমান্ডারের (এপিসি) নেতৃত্বে ৬ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা আনসার-ভিডিপি সদস্য রয়েছেন। কোনো কেন্দ্রে বুথ সংখ্যা ৬টির বেশি হলে বুথ প্রতি অতিরিক্ত আরও একজন করে আনসার-ভিডিপি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। পিসি ও এপিসিগণ (৩ জন) অস্ত্রসহ এবং আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যাগণ অস্ত্রবিহীন ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকবেন।

তাদের পাশাপাশি ৩ সেকশন (৩০ জন) আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশনা মোতাবেক দায়িত্ব পালনের জন্য স্ট্রাইকিং/স্ট্যাটিক ফোর্স হিসেবে মোতায়েন করা হয়েছে। মোবাইল টিমে/স্ট্রাইকিং ফোর্সে দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যগণ ন্যূনতম সেকশন (প্রতি সেকশন ১০ জন করে)

ফরমেশনে দায়িত্বপালন করবেন। এ ছাড়া এবার প্রথমবারের মতো পুলিশের মোবাইল টিম/স্ট্রাইকিং টিমের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করছেন ৪ সেকশন (৪০ জন) সশস্ত্র আনসার ভিডিপি সদস্য। মোতায়েনকৃত সদস্যদের দায়িত্বপালন তদারকের জন্য জেলাসহ দুই উপজেলার কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করছেন। তারা সকলেই ৬ মে থেকে ১০ মে পর্যন্ত মোট পাঁচ দিনের জন্য মোতায়েন থাকবেন।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সকল জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে সরকারের নির্দেশে সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য মোতায়েন করে থাকে। গত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলার প্রায় তিন সহস্রাধিক জনবল নিয়োজিত ছিলেন। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

‘খলনায়ক’ হচ্ছেন বালাম

অভিনেতা আরিফিন শুভ অভিনীত ‘নীলচক্র’ সিনেমার ফার্স্টলুক পোস্টার প্রকাশ পেয়েছে। পোস্টারে শুভর যে মুখাবয়ব দেখা যাচ্ছে, তা আরেকজনের মুখের ওপরই বসানো। এবার জানা গেল শুভর পেছনে ঝাঁকড়া চুলের আরেকজনের মুখটি কার।

সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী, দেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী বালাম থাকছেন ‘নীলচক্র’ সিনেমায়। এতে তাকে খল নায়ক চরিত্রে দেখা যাবে।

এছাড়া অভিনয়ের পাশাপাশি সিনেমাটিতে বালামের দুটি গানও থাকছে। একটি গান সুর ও সংগীত পরিচালনার পাশাপাশি গেয়েছেন তিনি, যে গানের কথা রবিউল ইসলাম জীবনের। আরেকটি গানের শুধু সংগীতায়োজন করেছেন, যেটি গেয়েছেন র্যাপার সাফায়েত।

এর আগে বালামকে ছোট পর্দায় টুকটাক দু-একটি নাটকে দেখা গেছে। তবে চলচ্চিত্রে এবারই প্রথম।

তবে ছবিতে বালামের চরিত্রের দৈর্ঘ্য নিয়ে পরিচালক বা বালাম কেউই

কিছু বলতে চাননি।

বালাম বললেন, ‘কী করেছি, এখনই কিছু বলতে চাই না। তবে এমন কিছু হয়েছে, যা আগে হয়নি। দেখা যাক, সবাই অপেক্ষা করি।’

পরিচালক মিঠু খান জানালেন, ‘ছবির একটি চরিত্রে একজন সংগীতের মানুষের দরকার ছিল। আমরা এমন একজনকে চেয়েছিলাম, যাকে দিয়ে বিষয়টি সঠিকভাবে পর্দায় তুলে আনা সম্ভব। বালাম ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয়, ভাবনাটা তার খুব পছন্দ হয়। আনন্দে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাকে পেয়ে আমাদেরও কাজটি অনেক সহজ হয়ে যায়।’

আরও বললেন, ‘চরিত্রটি নিয়ে আমরা তিন মাসের বেশি সময় বালাম ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছি। শুটিংয়ে সময় মনে হয়েছে, আমরাও শতভাগ পেয়েছি। কখনো মনে হয়েছে, প্রত্যাশার চেয়ে বেশি।’

সূত্র: ইত্তেফাক